দিতে হয় না। বৎসর সহস্র ডলার ব্যয় করিয়'ও তাহার এত দূর সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আগ্রহের সহিত এ ব্যয় ভার গ্রহণ করেন। গ্রাহকগণ যাহাতে অবিলম্বে পত্রিকা সকল প্রাপ্ত হন, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। ইউনাইটেড ষ্টেটসে তিন হাজার মাইল মধ্যে যে কোন অংশে পত্র পাঠাইতে হইলে দেড় তোলা পর্য্যন্ত তিন সেণ্ট অর্থাৎ পোনে এক আনা লাগে, সমাচার পত্রের নিমিত্ত দশ তোলার বেশী না হইলে দুই সেণ্ট অর্থাৎ আড়াই পয়সা মাত্র দিতে হয়। ইহা ছাড়া যাহারা বরাবর পত্রিকা গ্রহণ করিয়' থাকেন, তাহারা পোষ্টাফিস হইতে কথকটা মাশুল রেহাই পান।

আমর সংবাদ পত্রের মাশুল এত অধিক দেই যে, কথন২ সমাচার পত্রিকার দাম হইতে উহা চতুগুণ। এই নিমিত্ত এদেশে সস্তা কাগজ করিবার যো নাই। সম্প্রতি "সুলভ সমাচার" নাম করিয়া এক পয়সা মূল্যের এক খানি কাগজ বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহা লইতে বিদেশীয় গ্রাহক গণকে আর চারি পয়সা দিতে হইবে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সাবেক সম্পাদক সমুদায় উল্টা দেখিতেন। তিনিও এই অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস সম্পাদক এই নিমিত্ত কায় মনোবাক্যে যত্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আর নিতান্ত আনন্দের বিষয়, ডাইরেক্টর জেনারেল মনটিথ সাহেব এই জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবেন প্রস্তাব করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও প্রতিজ্ঞা করিয়'ছেন যে, এই প্রস্তাবটি তিনি উদার ভাবে অবলোকন করিবেন, যদি ইহাতে ব্যয় না পড়ে। তবে আর উদার্য্য কোথা থাকিল তাহা গবর্ণমেণ্টই জানেন। হোম গবর্ণমেণ্টের সকলতাতেই হস্ত ক্ষেপ করা অভ্যাস ও ভারতবর্ষের টাকা ব্যয় করিতে কিছু মাত্র চক্ষু লজ্জা, দুঃখ বা বিকার নাই। বসরা ও বোগদাদে ডাক চলা ফেরার নিমিত্ত মহারাণীর গবর্ণমেণ্টের যে মাসিক চারি হাজার টাকা ব্যয় পড়ে, তাহা আমাদেরই দিতে হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যাহা হউক ঐ টাকাটা আমাদের কোন কাজে ব্যয় হয় কি না জানিবার নিমিত্ত অনুসন্ধান করিতেছেন এবং হয় ত পরিণামে এই টাকাটি আমাদের না লাগিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও আর দুটি কথা থাকিতেছে। এ পর্য্যন্ত যাহা দিয়া আসিয়াছি, তাহা প্রত্যর্পিত হইবেনা এবং উপরিউক্ত ঘটনাটি লক্ষ লক্ষের মধ্যে আর একটি প্রমাণ যে ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী ভাল হইতেছেনা। অদ্য প্রস্তাব বাড়িয়া গেল বলিয়া এই বিজ্ঞাপনীটির সমালোচনা আর এক বার করিব মানস রহিল॥ কিন্তু ইহা শেষ করিবার পূর্ব্বে মণ্টিথ সাহেব যে দুটি উপযুক্ত বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে প্রশংসা করিয়াছেন তাহা না লিখিয়া আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। বাবু দীনবন্ধু মিত্র একজন এদেশ পরিচিত লোক। সকলে তাহাকে সুবোধ, কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন, ও সামাজিক বালয়া ভক্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি পোষ্টাল বিভাগের মধ্যেও এক জন সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মাচারী। মণ্টিথ সাহেব তাহার কার্য্য দেখিয়া ভারি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। বাবু সূর্য্য নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও বিস্তর প্রশংসা দেখিলাম ও প্রশংসা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কারণ তিনি ঘোর পরিশ্রমী, কর্ম্মঠ ও সর্ব্ব প্রকারে উপযুক্ত পাত্র বটেন।

THE ROYAL COMMISSION OF INQUIRY—The Europeans can endure it no longer. The evil effects of a double Government, the imposition of vexatious taxes to meet extravagance of an irresponsible Government are too much for a free and brave people. But they feel also that they are powerless. The State Secretary is too powerful for them, they have little interest in Parliament and what they have is more than counterbalanced by the supreme influence of Government and the selfishness of Manchester. So long as the Natives remain contented, Government does not care for the disstisfaction of the Anglo-Indians, as Government depending upon the European Residents never cared for the dissatisfaction of the Natives. This simple policy of Government, which ought to have been known long ago by both the races, have only been fully realised of late.

The idea of a Royal Commission of Inquiry first started by that ablest of Indian writers Mr Knight of the ECONOMIST has been now generally received with favor, and the press, the sure index of popular mind, has taken it up in right earnest. It is pretty certain that any motion from the Europeans alone will not meet with favor in Parliament, and to succeed they must unite with the Natives. Our Serampore contemporary was afraid that the Natives might not know the object of such a movement and the HINDOO PATRIOT in reply to this has given a list of about a hundr grievances, thus showing that the Nati know much more than they ought. T list the HINDOO PATRIOT should have wi held, for it has terrified those narro minded Europeans who do not wish have any thing lest the Natives claim share and who think it only a lesser evil join with the Natives to overcome a grea er. Then the Dailies cannot agree, becau one party is for a select committee ar an inquiry into the Financial conditio of India, and another for a Royal com mission and an inquiry into the gener administration of the country. But b cause they cannot agree it is not neecssar that they should quarrel with and abus each other. When such mighty interes are at stake we wonder how peop can be so foolish as to forget them an give vent to their private picques and jea lousies. We expected from one of the at least that strike-but-hear demeanou in such times as these.

One thing is certain; if the European propose to pray only for a select committe they will have no hearty support from th Natives. The Europeans pray for the abolition of theIncome Tax and the Natives d likewise, but they pray for somthing more If the Government throws before the peopl the alternative of either choosing the dut upon salt or the continuence of the Incom Tax both the races will assuredly prefer th former but if the alternative lie between further tax upon land and the Income Tax there will be an immediate rupture betwee them. A Select Committee appointed by Parliament to enquire simply into the Financial state of the country may take advantage of this or simlar facts and at once break down the conspiracy, of course by removing the burden from the Europeans and placing it upon our shoulders. We fear if such a thing happens, very few Europeans will then stand by the Natives. The greater portion of the Europeans have been roused by Mr Temple's tax, and the cause removed, they will again forget the Home charges and P. W. D.'s extravagance The Europeans pray for the abolition of MrTemple's tax, we for retrenchment; they do not like to be taxed we do not like to be taxed and oppressed; they as strong do not care f or the disease, if its prominent and troublesome symptoms

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

are suppressed, we as weak are more afraid of the disease itself. It is only barely possible that the Select Comittec will grant their wish and it is not impossible that the same Comittee will be of no service to either of us. It is better to have no such Committec than to have a useless one, and who knows that the Members may be induced to give their support to Government we are applying against? With Manchester supported by Her Majesty's Government, the Anglo-Indians will have a very poor chance, but a Royal Commission of Enquiry is a quite different thing. Such a proposal will be enthusiastically recieved by all the Natives from Bombey to Punjub. We want an enquiry on the spot. We want independant, unbiassed and honest men to hold the enquiry, and we want to tell all our grievances, if not absolutely for redress, at least to overburthen our surcharged heart. We want to tell to honest English people, what according to our opinion is necessary for the good of India. Foreigners, strangers, ignorant and interested men have too long taken upon themselves to speak for us, to rule what will be good for us, what we do want, and what we do not. We want an opportunity, if only for once, to express our own opinion on the subject. We want to show that though we grumble and strive to throw off the dead weight of oppression which at present well nigh crushes us, how through-loyal we are to the core, how we wish a closer union with England, how we wish for "to entwine around India not iron fetters; but the golden chains of peace and affection." We do not want any longer to be a fungus or a milch cow, but an integral part of the whole British Empire.

ইউরোপীয় যুদ্ধ।

ইতিমধ্যে প্রসিয়েরা প্রকাশ করিয়াছেন, পারিশ নগরে আর ৩ সপ্তাহের মাত্র আহারোপযোগী দ্রব্য আছে এবং এই নিমিত্ত তাহারা নগরোপরি আর গুলি চালাইবেন না। প্রসিয়গণ আজ প্রায় দেড় মাস পারিশ নগর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, প্রথম কামান সাথে ছিল না বলিয়া পারিশে তোপ চালানে বিলম্ব হয়, শেষে বলেন যে রাজা উইলিয়ামের বিনা অনুমতিতে তোপ চালান হইতেছে না, এক্ষণ আর এক আপত্তির কথা শুনা যাইতেছে। জগদীশ্বর করুন যেন সুন্দর পারিশ নগর যুদ্ধাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত না হয়, কিন্তু প্রশিয় গণের প্রকৃত যুদ্ধে পরাভুত করিয়া পারিশ নগর অধিকার করিবার ক্ষমতা আছে কি না তাহা এক্ষণে অনেকে সন্দেহ করিতেছেন। পারিশ শত্রু কর্ত্তৃক এরূপ পরিবেষ্টিত হইয়াছে যে সেখানে বাহির হইতে খাদ্যাদির আমদানি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, পারিশে ২০ লক্ষ লোক অবস্থিতি করিতেছে, পারিশ শত্রু কর্ত্তৃক সহসা পরিবেষ্টিত হয়, সুতরাং যথা যোগ্য খাদ্য সঞ্চয় করিবারও সময় ছিল না, এমন অবস্থায় প্রশিয়গণ যে মনে মনে আশা করিবেন যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া নগর হস্তগত হইবে সে নিতান্ত অন্যায় নহে। তবে ক্ষুধায় কাতর করিয়া, অস্ত্র শস্ত্র শূন্য করিয়া, কি প্রবঞ্চনা অবলম্বন দ্বারা যদি শত্রুকে দমন করা প্রশিয়গণের বীরত্বের সীমা হয়, তবে তাহাদের তত মহত্ত্বের পরিচয় পাইবে না। ফল, সিডানের যুদ্ধের পর যে কয়েকটি যুদ্ধে প্রশিয়রা জয় লাভ করিয়াছেন, তাহা হয় অন্ন অসচ্ছলতা কি যুদ্ধের সরঞ্জম অভাব নিবন্ধন। আমাদের পূর্ব্ব কালীয় বীর পুরুষেরা যোদ্ধা দিগের এরূপ ব্যবহারকে কাপুরুষতা বলিতেন। প্রকৃত বীর যিনি, তিনি এরূপ জয় লাভকে বীরত্বের কাজ বলেন না। পারিশ নাগরিকেরা যেরূপ উন্মত্ত হইয়াছেন, তাহারা যেরূপ দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে শত্রু হস্তে পতিত হওয়া অপেক্ষা অনশনে প্রাণ ত্যাগ করা তাহারা শ্রেয় বোধ করিবেন। সম্প্রতি পারিশ নগরীয় রমণীগণ সশস্ত্র হইয়া পারিশ রক্ষার্থে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তাহারা পারিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট নগর রক্ষার ভার প্রাপ্তির ক্ষমতা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছেন। ১৫৯০ শালে পারিশ যখন চতুর্থ হেনরী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হয়, সে সময়ে তাহারা যেরূপ অন্ন কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে রোমাঞ্চ হয়। তাহারা কুক্কুর, বিড়াল প্রভৃতি সমুদয় প্রাণীর মাংস আহার করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন, অর্থের অনটন হইলে দেব মন্দির হইতে দেবতার আসবাব পোষাক সমুদয় গালাইয়া, গহনা পত্র, রাজ মকুট পর্য্যন্ত গলাইয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যখন কুক্কুর বিড়াল দুষ্প্রাপ্য হইল, তখন, মনুষ্যের মাংস ও মদের সঙ্গে সেণ্টের গুড়া মিশ্রিত করিয়া এক রূপ রুটি করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করেন। পারিশে সে সময় যে সমুদয় জার্ম্মেন যোদ্ধা ছিল, তাহারা, কুক্কুর বিড়াল যাহা রাস্তায় প্রাপ্ত হইত তাহাই কাঁচা আহার করিত, অস্থি পর্য্যন্ত নিঃক্ষেপ করিত না। এক দিন এক জন একটী কুক্কুর ভক্ষণার্থে আক্রমণ করে, শেষে কুক্কুর তাহাকে পরাভূত করিয়া আহারের উদ্যোগ করিল, এমন সময় অপর সকলে আসিয়া কুক্কুরটিকে মারিয়া ফেলিল। তৃণ, বৃক্ষপত্র, যে যাহা পাইত সে তাহাই খাইত। এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের পীড়া হওয়ায় ডাক্তার কুক্কুরের মস্তিষ্ক ব্যবস্থা করেন। এক জন সম্ভ্রান্ত ডচেসের একটী কুক্কুর ছিল এবং সেই কুক্কুরটী ক্রয় করিবার নিমিত্ত রোগী ৫ হাজার টাকা দেন, কিন্তু ডচেস তাহা দিতে অস্বীকার হইয়া বলেন যে তিনি কুক্কুরটী তাঁহার শেষ উপায়ের নিমিত্ত রাখিয়াছেন। এক জন এই রূপ প্রকাশ করায় যে পারিশারা যখন তুর্কি দিগের নগর বেষ্টন করে, তখন তাহারা নর অস্থি চুর্ণ করিয়া আহার করিত তাহার পর দিন পারিশবাসীরা কবর হইতে সমুদয় মৃত দেহ উত্থিত করান। এক জন ধনী স্ত্রীলোকের দুইটী সন্তান ছিল, দুইটীই মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়, এবং স্ত্রীলোকটী তাহাদের মৃত দেহ লবণাক্ত করিয়া রাখিয়া দেয়, কিছু দিন পরে স্ত্রীটিরও মৃত্যু হয় এবং তাহার ঘর অন্বেষণ করিয়া দেখা যায় যে স্ত্রীটী তাহার মৃত্যু সন্তানদ্বয়ের লবণাক্ত শরীর সমুদয় আহার করিয়াছে, কেবল একজনের একখণ্ড উরু মাত্র অবশিষ্ট আছে। সেবার পারিশে ৩০ হাজার লোকের মৃত্যু হয়, তাহার মধ্যে ১২০০ সম্পূর্ণ অনশনে প্রাণত্যাগ করে। এই রূপ কঠোরতা যে ফারাশিশ গণ সহ্য করেন, তাহাদেরই বংশ এবার পারিশে আবদ্ধ হইয়াছেন, সেবার নিজ রাজা কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবার যে জাতিকে চিরকাল তাহারা ঘৃণা দ্বেষ করেন, তাহা কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছেন, সুতরাং কোথায় গিয়া যে তাহাদের ধৈর্য্যের ও দৃঢ়তার পরিসমাপ্তি হয় তাহা কে জানে!

পারিশ হইতে দৈব যোগে যে দুই এক খানি পত্র বাহিরে আসিয়াছে, তদপাঠে যেমন বোধ হয় তাহাতে ফারাশিশগণ যদিও অদ্যাপি ভগ্নোদ্যম হন নাই, কিন্তু তাহাদের অনেক আশা এক্ষণ ঈশ্বরের উপর। অনেকের মনে এই ভরসা যে প্রশিয় রাজা উইলিয়ম বৃদ্ধ, তিনি শীঘ্র মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতে পারেন এবং তাহা হইলে যুদ্ধের অবসান হইবে। কাহার কাহার বিশ্বাস যে পৃথিবীতে লোক থাকিতে পারিশ শত্রু কর্ত্তৃক পরাস্থ হইবেনা। ফারাশিশগণ বিশ্বাস করেন যে পারিশকে করিয়া পৃথিবীর সকলের সমান মমতা। গেম্বেটা বেলুন যোগে পারিশের বাহির হইয়াছেন এবং কত দূর কি করিয়া তুলিয়াছেন তাহা অদ্যাপি ব্যক্ত হয় নাই। পারিশ আক্রমণে যত বিলম্বই হইতেছে, তত উভয় পক্ষের লাভ ও ক্ষতি। পারিশ নগরে যতই খাদ্য থাকুক, দিন দিন যে উহা দুর্লভ হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। এটী ফ্রান্সের বিশেষ

ক্ষতি, কিন্তু যত সময় পাইতেছেন তত ফরাশিশগণ সজীব ও সসজ্জ হইতেছেন। বিপদ কালে সকল জাতিরই বুদ্ধি যোগায়, কিন্তু ফারাশিশগণ ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এক বার যুদ্ধের সময় ফ্রান্সে ভিন্ন দেশ হইতে সোরা আসা ইংরাজেরা বন্দ করেন, ফ্রান্সে তখন ভিন্ন দেশ হইতে সোরা আসিত। সুতরাং ভারি বিপদ। ফারাশিশ রসায়নবিৎগণ উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলেন এবং সোরা প্রস্তুতের এক নুতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিলেন। সেই প্রণালী এক্ষণ সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এবার ইহার মধ্যে সংঘাতিক কত উপায়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কি যে হয় তাহা আমরা স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারিনা। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন দেশীয়গণ ক্রমশঃ ফ্রান্সের সপক্ষ হইতেছেন। ইংলণ্ডের মধ্যবর্ত্তী ও নিম্ন শ্রেণীর লোক মাত্রেই প্রায় এক্ষণ ফ্রান্সের পক্ষ, এমন কি শুনা যাইতেছে ইহারা রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টনের নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে যদি প্রুসিয়গণ পারিশ আক্রমণে ক্ষান্ত না দেন, তবে ইংলণ্ড ফ্রান্সের সাহায্যে ২০ হাজার সৈন্য পাঠান। ডেনমার্কের লোকেরা প্রুশিয়দিগের নামে আগুন, অষ্ট্রিয় ত প্রুশিয়ার প্রকাশ্য শত্রু। আবার আর এক বিপদ। রুশিয়ার সঙ্গে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ১৮৫৬ খৃ অঃ যে সন্ধি হয় তাহাতে রুশিয়গণ কৃষ্ণ সাগরে আসিতে পারিবেন না, এই রূপ সাব্যস্ত হয়। সম্প্রতি রুশিয়ার সম্রাট ঘোষণা দিয়াছেন যে সন্ধি লিখিত এ কথাটী পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক এবং অন্যান্য জাতির ন্যায় রুশিয় তরণী ও কৃষ্ণসাগরে প্রবাহিত হইবে। ইহাতে ইংলণ্ড ইটালি, তুর্কি প্রভৃতি প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রুশিয়রা কোন কথা বলেন নাই। যখন প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন আমরা অনুমান করি যে প্রুশিয়রা জয়ী হইলে রুশিয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করিবে এবং সম্ভবতঃ সেইটী হইতে চলিল। ইংলণ্ড রুশিয়াকে কখনই কৃষ্ণসাগরে যাইতে দিবেন না, তাহা হইলে তাহার ভারতবর্ষের একটী প্রধান পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং রুশিয়ার সঙ্গে যদি প্রুশিয়রা যোগ দেন, তবে ইংলণ্ডের লুইনেপলিয়ানকে বিপদ কালে সাহায্য না করার নির্বুদ্ধিতার ফল হাতে হাতে পাইতে হইবে এবং ফ্রান্সের সাপক্ষে ইংলণ্ড কাজেই যাইবেন, সুতরাং ইউরোপ ব্যাপিয়া সমরাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবে।

বিবিধ।

We doubt not the following address to Mr Temple by the poor people of Bengal whose incomes fall below 500 will be read with interest by all classes from Comorin to Himalaya and we hope our contemporaries will give it a publicity it deserves.

"Hon'ble Sir,

"It is with unfeigned pleasure that we approach you with this Address, and we assure your Honor that even those rich folks who have been taxed for our benefit will secretly thank us for this demonstration. But we owe to you a debt of immense gratitude. What if it had entered your fertile head not to exempt us! What if you had only committed a slight arithmetical error to bring down your 500 to 200! A 5 and a 2 are very much alike, it would require only a slight bending of the tail to reduce the former to the shape of the latter, and it could have been done by a single stroke of the pen. Your worthy Secretary might have done the same, and here tho' it may appear somewhat informal, we would request your Honor to convey to him our thanks for his tender care. What we say would have been our fate if you had not exempted us, or your Secretary had made the mistake; it is horrible to think of!

We hear all around us bewailings and lamentations, we see people pledging and selling their jewels, we see people starving, we see people going to jail to satisfy your demands, is it then a wonder that we should feel very deeply your kind consideration for us poor folks, who would have never been able to pay you, even if you had not exempted us? Your Honor is aware, we blieve, that a person has been taxed to death and when we reflect the narrow escape we have made thro' your instrumentality, our hearts overflow with admiration and gratitude; admiration for your carefulness in not commiting the very excusable mistake of withholding to give a bend to the tail of your 5 and gratitude for your surrounding us with harrowing scenes of misery which chasten our feelings and create a healthy distaste for every thing worldly. May our Durga grant you long life, and an early apportunity to retire from this burning climate to your native country to enjoy the fruits of your labour in peace and solitude!

We have other causes of thankfulness. It is through your indirect instrumentality that the circulation of the Newspapers havs increased in this country. This alone ought to immortalize your name, but you have done much more than this. It was never willed by Providence that man should hate man, and if the two races of the country hated each other, it was in opposition to the Divine will, but now you have been the "chosen vessel" to soften the hearts of sinful men. It is you who have indirectly and so successfully preached "Repent ye foolish people of India black and white the retribution is at hand" and thousands and thousands of black and white have forgotten by your precepts their long-standing animosity and embraced each other with brotherly affection. The universal cry "pardon me, brother, we wont again quarrel with each other" is emphatically your creation and we sincerely pray to God that He may bless you for an act, the consequence of which you were not perhaps aware. You are at present the *most and best abused man of the country*, and we congratulate you on your good fortune. It is a great thing to be notorious, and a still greater thing to be persecuted. Nothing like persecution. Be persecuted, it will do good to your heart and wean it from the vanities of this vale of sorrows. We, as your sincere friends would go further, and not only wish you to be abused here but in England, and still further, would wish you to be actually punished, for it will do you a greater amount of good. But if you long for the maximum amount, then, indeed you must seek martyrdom. "*Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you [for 3½ income tax'es sake]* Matt. V. 11."

[To be Continued]

আমরা "সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী" নামক এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। "সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী, সভা হইতে এ খানি প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহা পাঠ করি সন্তুষ্ট হইলাম। ইহাতে হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিস্তর আলাপ আছে, সম্পাদক ইহার উদ্দেশ্য এই রূপ বর্ণন করিয়াছেন:—

"এ কাল পর্য্যন্ত" ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভাকৃত কার্য্য বিবরণ জনসমাজে প্রচারার্থ প্রায় প্রতিমাসে ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রাঙ্কন ও প্রকাশ করা যাইত। কিন্তু তাহাতে সভ্যদিগের বক্তৃতাদি ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম সমালোচনা হইত না এক্ষণ পূর্ব্বমত পুস্তক প্রকটন স্থগিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে এই মাসিক পত্রিকা খানি নিয়মিত রূপে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কৃত সংকল্প হইলাম। হিন্দু কুলের সর্ব্বার্থ সংসাধন মানসে সুনির্ম্মল সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃতচর্চ্চা ও যথার্থ উপদেশ প্রদান করাই এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। বিজাতীয় ও অপ্রকৃত ধর্ম্ম লইয়া বিতণ্ডা বা কলহ উপস্থিত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার নিবন্ধন যে ভ্রমমদনিষ্ঠস্রোতঃ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া আমাদিগের তপস্বিনী ভারত-ভূমিকে একবারে উচ্ছলিত করিতেছে, তাহার মূলানুসন্ধান করিলে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিলাপ জনক মত ভেদই প্রধান নিদান স্বরূপ প্রতিপন্ন হইবে। এই মতবিভিন্নতা হেতু ভারত ভূমি সুখ শূন্য প্রায় হইতেছে। ধর্ম্ম বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে তর্কের পরিসীমা থাকে না। তার্কিকগণ বিশ্বাস ও ভক্তি পরিশূন্য অন্তঃকরণে যুক্তিমার্গে ধাবমান হইয়া পরিশেষে ভয়ঙ্করী নাস্তিকতা ও যথেচ্ছাচারিতার আশ্রয়াবলম্বনে জীবনের যাবতীয় ঐহিক পারত্রিক শিবভ্রষ্ট হয়েন। সে যাহা হউক আপাততঃ সে বিষয়ের আন্দোলন করা নিষ্প্রয়োজন। অস্মাদাদির "সনাতন ধর্ম্ম" কি? সময়ে২ এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কিন্তু তদ্বিষয়ের কোন সন্তোষ জনক সদুত্তর প্রায় শ্রুতি গোচর হয় না।

শ্রুতিই যে আমাদের সমস্ত ধর্ম্মের আকর, ইহা জ্ঞানাপন্ন হিন্দু মাত্রেই অবশ্য স্বীকার করিবেন। স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সমস্তই সেই বেদ মূলক। বেদ সাধারণের বুদ্ধিগম্য নহে, এবং পুরাণ তন্ত্রের সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া ভারতীয় জনপদ মধ্যে যাহা ধর্ম্ম শাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ, ঋষিগণ প্রণীত সেই স্মৃতি-সংহিতার সমালোচনা করা সর্ব্বাগ্রে বিধেয় বিবেচনায় ভগবান মনুর সংহিতা বঙ্গীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে দেখিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রের মিতাক্ষরা টীকার সহিত অনুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।"

মূল্য প্রাপ্তি।

"সুধাকুমার বন্দোপাধ্যায়, পূর্ণিয়া, ৭৮ সালের চৈত্রের শেষ ·· .... ··· ২০,
", বাবু হরচন্দ্র সেন, সীতাকুণ্ড, ৭৮ সালের বৈশাখের শেষ ৪,
" বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার, বাগ হাট, ৭৮ সালের ভাদ্রের শেষ ১২,
" বাবু রাধাগোবিন্দ রায় কুণ্ডু গোপাল পুর ৭৬ সালের ফাল্গুনের শেষ ..... · ·· ৮
" বাবু লাল মোহন পাঠক, হবিল্লা, ৭৭ সালের ফাল্গুনের শেষ.... ... . ৮,
" বাবু রাম গোপাল ঘোষ, কাটা, ৭৭ সালের বৈশাখের শেষ ১৩

সংবাদ।

—বাবু দিগাম্বর মিত্র আবার বাঙ্গলা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

—ঢাকা প্রকাশ বলেন রামনারায়ন মুখোপাধ্যায় নামক যে দরিদ্র বৃদ্ধকে শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেট ইনকম টাকস দেন নাই বলিয়া এক সপ্তাহ কারাবদ্ধ রাখেন, তাঁহার কেবল জেল খাটিয়া নিষ্কৃতি লাভ হয় নাই, জরিমানা লইয়া তাঁহাকে ১৮ টাকা দিবার আজ্ঞা হয়; কিন্তু তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সাত টাকা ছয় আনা মাত্র আদায় হইয়াছে শ্রীরামপুরের ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্যামচরণ চট্টোপাধ্যায় রিপোর্ট করিয়াছে এব্যক্তির উপরে কর ধার্য্য করা নিতান্ত অন্যায় হয়। তথাপি কি লজ্জার বিষয়! এ ব্যক্তির "সম্পত্তি, প্রত্যার্পন করা হইতেছে না।

—মথুরা জিলাতে একজন কুম্ভকার তাহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া পোলিস কর্ত্তৃক আবদ্ধ হয় এবং মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সেসনে সোপোর্দ্দ হওয়ায় কনেষ্টবলেরা তাহাকে জেলার কারাগারে লইয়া যাইতে থাকে। পথে এক স্থানে তাহারা সকলে আহার করার উদ্যোগ করে॥ আহারের সময় আসামীর হাত কেউড়ি খুলিয়া দেয়॥ সকলে আহার করিতেছে ইতি মধ্যে আসামী দৌড়াইয়া আসিয়া কনেষ্টবলের তরবার লইয়া এক জন কনেষ্টবলকে আঘাত করে॥ কনেষ্টবলেরা দিশিহারা হইয়া পলায়ন করায় সেও পলাইয়া আপন গৃহে যায়॥ তাহার পর দিন সে একটী বৃক্ষের শাখায় গলায় দড়ী দিয়া প্রাণ ত্যাগ করে॥

—আমরা মাঝে ২ কমিশরিয়েট হস্তী কর্ত্তৃক নিষ্পীড়নের কথা শুনিতে পাই॥ সম্প্রতি একটী হস্তী দ্বারা একটী স্ত্রী হত্যা হইয়াছে॥ ঘটনাটি এই রূপে হয়। একটি হস্তি লাল বাগের জল পানের নিমিত্ত নীত হইতেছিল॥ ঐ সময় জন কয়েক স্ত্রীলোকও সেখান হইতে জল লইয়া আসিতেছিল॥ ইহার মধ্যে হস্তীটী একটী স্ত্রীলোকের প্রতি আক্রমণ করিল॥ স্ত্রীটী ভয়ে জল পাত্র ভুমিতে ফেলিয়া দিল ও আপনি পড়িয়া গেল, কিন্তু উঠিয়া পালাইবার উদ্যোগ করিতেছে, ইহার মধ্যে হস্তীটী তাহার প্রতি আবার আক্রমণ করিয়া তাহাকে শুণ্ড দ্বারা মৃত্তিকাতে নিঃক্ষেপ করে ও পদাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ন করে॥ স্ত্রীটী একটু পরেই প্রাণ ত্যাগ করে! শুনা যাইতেছে যে, হাতীর মাহামুদ তাহাকে জল পান করাইতে না আনিয়া অপর এক জন কুলি তাহাকে জলাশয় লইয়া যাইতেছিল এবং এই নিমিত্ত সম্ভবতঃ এই কাণ্ডটী হইয়াছে॥

—ডেলীনিউস বলেন যে "লড মেয়োর কলিকাতায় অবতরণ কালে কেহ তাহাকে সমাদর করে নাই। গবর্নমেন্ট হাউসে অতি অল্প লোকেরই সমাগম হইয়াছিল। দেশীয় ভদ্র লোকও কেহ উপস্থিত ছিলেন না কেবল কতক গুলি ইতর লোক তাহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিল। তিন জন পারসি কেবল তাহাকে অভ্যার্থনা করেন। কেহ কোন আনন্দ সুচক ধ্বনি করেন নাই। যখন তিনি গৃহে প্রবেশ করেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ একাকী ছিলেন। বোধ হয় কোন গবর্ণর জেনারলের আগমন সময় এরূপ অনুৎসাহ দেখান হয় নাই।" লর্ড মেয়োর কি ইহাতেও চৈতন্য হইবে না?

—ভিয়ানার সংবাদ পত্র সকলে প্রকাশিত হইয়াছে যে ফরাসিস দিগের এই বিপদ দেখিয়া আলজিরা বিদ্রোহী হইবার চেষ্টা করিতেছে। আলজিরার আরবেরা সম্রাট লুই নেপোলিয়ান ও মারসাল ম্যাকমেহনকে অতিশয় ভয় করিত। ইহাঁরা বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া তাহরা স্বাধীনতার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেছে।

—শুনা যাইতেছে, গঙ্গার উপর যে ভাসমান সেতু নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছিল তাহা ভারতবর্ষিয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মুঞ্জুর হইয়াছে॥ লেসলী সাহেব ইহার নিমিত্ত বিলাতে শীঘ্র যাত্রা করিবেন এবং আগামি বর্ষের ডিসেম্বর মাসে সম্ভবতঃ ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবে॥

—সম্প্রতি জন কয়েক "ব্রাহ্মিকা" কেশব বাবুকে বাঙ্গলায় এক খানি এ্যাড্রেস দিয়াছেন॥

—চিন দেশে টিয়েনসিনে যে হত্যা কাণ্ড হয় তদ্বিষয় ফরাশিশ আম্বেসেডর চিনের কর্ত্তৃ পক্ষীয়গণকে জ্ঞাত করাতে তাহারা পোনর জন চিনের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন কিন্তু শুনা যাইতেছে যে চিন রাজ কর্ত্তৃপক্ষীয় গণ প্রকৃত দোষী দিগকে গোপন করিয়া তদ পরিবর্ত্তে অপর পোনর জনের প্রাণ দণ্ড করিতেছেন॥ এই পোনর জনকে অর্থ দিয়া তাহাদের প্রাণ সংহারের নিমিত্ত তাহাদিগকে স্বীকৃত করিয়াছেন॥

—এক খানি বিলাতি কাগজে গণনা দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে প্রুসিয়ান সৈন্যরা ফারাশিশ কৃষক দিগের ১৬০ কোটী টাকা ক্ষতি করিয়াছে॥

—সম্প্রতি বিজগপটামে একটী বাত্যা হইয়া বিস্তর ক্ষতি করিয়া গিয়াছে॥ সেখানে প্রায় বৃক্ষ মাত্র নাই, অট্টালিকা ঘর দরজা, জানলা প্রভৃতি খণ্ড২ হইয়া গিয়াছে॥ নদী হইতে নৌকা সমুদয় ঝড়ে উত্থিত করিয়া রাস্তার উপর ফেলিয়া গিয়াছে॥

—ডেলিনিউস শুনিয়াছেন যে, ভারতবর্ষিয় গবর্ণমেন্ট বোম্বাইতে ইউরোপীয় ও ইউরিশিয়ান বালক দিগের বিদ্যোৎকর্ষের নিমিত্ত বিশেষ করিয়া স্কলার্শিপ মুঞ্জুর করিয়াছেন॥ এদেশীয় দিগের স্কলার্শিপিতে অধিকার থাকিবে না। "কির্ত্তি যশ্য সজীবতি"

—বারানশীর কুইন্স কালেজে এক জন ল প্রোফেসর নিযুক্ত হইবেন॥ ইহার অর্দ্ধেক বেতন ১০০ টাকা বালক দিগের বেতন হইতে উঠিবে এবং অপর অর্দ্ধেক গবর্ণমেন্ট দিবেন॥

—মান্দ্রাসের ব্যাংকে সম্প্রতি দুইটী জুয়াচুরি হইয়া গিয়াছে॥ ৭০০ টাকার দুই খানি ড্রাফট দুইবার করিয়া ভাঙ্গাইয়া লইয়া গিয়াছে॥ পোলিস কর্ত্তৃক অপরাধির অনুসন্ধান হইতেছে॥

—মান্দ্রাসে মেকার্থি নামক এক জন আসিষ্টেন্ট মাজিষ্ট্রেট কয়েকটী গুরুতর অপরাধ করায় গবরণর তাহার প্রতি কড়া হুকুম দেন, এই সম্বাদ মান্দ্রাস ষ্টান্‌ডার্ড নামক সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হওয়ায় সেখানকার গবরণর তাহার প্রতি ভারি রাগ করিয়াছেন এবং দণ্ডের স্বরূপ হুকুম দিয়াছেন যে এই অবধি গবর্ণমেনটের কোন সংবাদ মান্দ্রাস ষ্টাণ্ডর্ড জানিতে পাইবেন না এবং গবর্ণমেনটের সমুদয় সম্বাদ পত্র লইবার যে রীতি আছে তাহা হইতে ষ্টাণ্ডার্ড বহিস্কৃত হইবেন॥

—আমরা ইংলিশ ম্যান হইতে এই সম্বাদটী গ্রহণ করিলাম। অঘজিত নামক একজন মাড়োয়ারি ইনকম ট্যাকস দিতে না পারিয়া বিষ খাইয়া মরিয়াছে। ইনকমট্যাকেসের বিলশরকার তাহার নিকট ট্যাকস বাবদ ১২ টাকা চায় কিন্তু তাহা সে দিতে পারেনা! মৃত্যুকালে সে বলে যায় যে, গত বৎসর তাহার ব্যবসায়ে লাভ হওয়া দূরে থাকুক ক্ষতি হইয়াছিল।

—কলিকাতা হইতে এবৎসর ৩০ লক্ষ টাকার অনধিক ট্যাকস সংগৃহীত হইবেনা। যখন মেকিঞ্জি সাহেব আনু মানিক আয় ধরেন, তখন তিনি বলেন যে ১৮ লক্ষ টাকা উঠিবে।

—আমীর খাঁর মকর্দ্দমার আপীল উপস্থিত হইয়াছে॥ আপিল জষ্টিস ফিয়ার ও মার্কবির এজলাশে দায়ের হইয়াছে॥ আড বোকেট জেনারেল এ আপিল হইতে পারে না বলিয়া গবর্ণমেনট পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপন করেন, কিন্তু জজেরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আমরা শুনিতেছি, এনিষ্টি সাহেব হাইকোর্টে উপস্থিত নন, তবে আমির খাঁর পক্ষকে সমর্থন করিবে?

—আমেরিকায় কে সম্বাদ দিয়াছে যে লর্ডমেওর মৃত্যু হইয়াছে এবং আমেরিকার এক খানী সম্বাদ পত্রে লর্ডমেওর জীবনের এই রূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে "লর্ডমেওর আসল নাম রিচার্ড সাউদেল বুর্ক। তিনি ১৮২২ খৃ অব্দের ফেবরারিতে জন্ম গ্রহণ করেন॥ ৪৪ সালে ট্রিনিটী কালেজে উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ৪৭ সালে প্রথম পার্লিয়েমেনটে প্রবেশ করেন॥ তাহার পিতার মৃত্যু ৬৭ সালে হয় এবং তিনি আর্ল উপাধি প্রাপ্ত হন। ইতি পূর্ব্বে তাহার উপাধি ছিল লর্ড নাস॥ ৫২ সালে ঐয়ারলাণ্ডের প্রধান সেক্রেটরি হন এবং সেই সময় প্রিবি কাউন্সেলার পদে নিযুক্ত হন॥ তাহার পরে ব্রিটিশ কেবিনেটে প্রবেশ করেন॥ ৬৮ সালের আগষ্টে ভারতবর্ষের গবরণর জিনারেল পদে নিযুক্ত হন॥ আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে যে, মৃত্যু সম্বাদ রটনা হইলে আয়ূ বৃদ্ধি হয়, সুতরাং এ সম্বাদ কর্ত্তৃক লর্ডমেওর মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা ফল লর্ডমেওর জীবন চরিত লিখিবার নিমিত্ত কেহ২ এরূপ ব্যস্ত যে তাহারা আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছেন না॥

—ডাক্তার ফেরর গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে বৎসর২ ২০০০০ লোক সর্পাঘাতে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। আমাদের সর্পদংশনের চিকিৎসার গ্রন্থ কর্ত্তা গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন যে, "মাল বৈদ্য চিকিৎসা" প্রণালী দেশে প্রচলিত হইলে সর্পদংশনে মৃত্যুটি দেশে প্রায় বিরল হইবে।

প্রেরিত

সম্পাদক মহাশয়,

ইদানিন্তন শুনিতেছিলাম যে আমাদের বাঙ্গলা ভাষা ক্রমে উন্নতি এবং তদ্বিদ্যানুশীলন ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু মহাশয় উক্ত বিদ্যাটীর উপর সাধারণের স্বাধিনতা থাকায়, উন্নতি হওয়া দূরে থাকিয়া, দিন দিন লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছে, তদ্দৃষ্টান্ত "শিবজীর অভিনয়" নামক যে নুতন এক খানি পুস্তক রাজধানীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে দেখিবেন। মহাশয়ের পত্রে উক্ত পুস্তক খানির সমালোচনা এ পর্য্যন্ত দেখিলাম না, সুতরাং তজ্জন্য আমি কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না॥

"শিবজীর অভিনয়কে" পুস্তক বলিলে অত্যুক্তি হয়, উহার নাম থেঁউড়মালা রাখা উচিত ছিল। আমাদের এখানে যে যে ব্যক্তি ঐ পুস্তক খানি ক্রয় করিয়াছেন (দায়ে পড়ে) বোধ হয় কেহই সম্পূর্ণ শেষ করিয়া পাঠ করেন নাই। মহাশয়! পুস্তকখানি মুদ্রিত হইবার তিন চার মাস পূর্ব্বে প্রণেতার জনেক বন্ধু আমাদের আপিসে একখানি ফর্দ্দে আমাদের নাম স্বাক্ষর করাইয়া লন স্বাক্ষরকারী গণের প্রতি মূল্য এক টাকা এবং বিনাস্বাক্ষরকারী গণের প্রতি দেড় টাকা, পুস্তকখানি একটাকা দিয়া ক্রয় করত বাসায় আসিয়া, সর্ব্ব প্রথমে "পাঠকগণের প্রতি নিবেদন" নামীয় প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম, ভাবিলাম বুঝি পুস্তক খানির আগাগোড়া এই রূপ বর্ননামাধুরি ভাবশুদ্ধি এবং সুকৌশলে লেখা হইয়াছে, (কারণ তখন ত জানি না যে এটী তাঁর নিজের বিদ্যা নহে) মহাশয়, ক্রমে যত পাঠ করি ততই দ্বিতীয় রিপু প্রবল হইতে থাকে, সহিষ্ণুতা পরবশ হইয়া এবং ক্রোধ সম্বরণ করত ক্রমে অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া উঠিলাম, তৎপরে যাইতে আর সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য এবং রুচি রহিল না, যে পর্য্যন্ত পাঠ করিলাম তন্মধ্যে গ্রন্থকারের যে রূপ বাকপটুতা এবং সুরসিকতা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা ক্রমে নিম্নে দেখিতে পাইবেন, বিবেচনা করিয়া বলুন যে মাতৃ ভাষার উপর এতাদৃশ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি মূলক স্বাধিনতা লইলে সাধারণের কিরূপ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা।

প্রণেতা "পাঠকগণের প্রতি নিবেদন" এই প্রস্তাবটীতে লিখিয়াছেন "এই অভিনয়ে সকল প্রকার রসের অভিনিবেশ আছে, তার মধ্যে বীররস, শৃঙ্গার রস ও করুণ রস, এই রসত্রয়ের অধিক সচ্ছলতা" আমরে যাই গ্রন্থকারের বালাই লয়ে, মহাশয় ইনি বুঝি একটী নুতন সহরে রসিক। সুতরাং উক্ত রসত্রয়ের পরিবর্ত্তে মেচোবাজারে রসের সচ্ছলতা দেখা

ইয়াছেন ॥ অপর ঐ স্থানে লিখিত—“এই অভিনয় পাঠে স্থানে২ নূতন রসের অবয়ব চিত্রিত করা হইল, এবং বঙ্গীয় ভাষায় যে প্রণালী এবং কৌশলাবলম্বন করে রূপ বর্ণনা এবং বিরহ বিলাপাদি চলে আসিতেছে যথা “সরোবরে বিকসিত পদ্ম, মধুপানে মত্ত অলি, মুখখানি শশধরের ন্যায় উজ্জল, মদনের পঞ্চশরে প্রাণ আকুল,” ইনি সে পদ্ধতি অনুসারে রচনা করেন নাই। আমরি! ইহার যে পদ্ধতি তা নভূত নভবিষ্যতি॥ ইনি এক নূতন রসের সৃষ্টি করিয়াছেন॥ বোধ হয় গ্রন্থকারটি বিখ্যাত কবিরাজ মহাশয়ের সহবাসে রসায়ন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শি হইবেন, নচেৎ সাক্ষাৎ দস্তাবতার, নতুবা পূর্ব্বতন গ্রন্থকারগণকে তুচ্ছ করিয়া ঈদৃশ গর্ব্ব পূর্ণ বাক্য পরম্পরা প্রয়োগ করিতেন না, তাই না হয় বলুন এবং আমরাও না হয় সেকথা সহ্য করিতাম যদি তাঁ। লেখা এবং রচনা গুলি বাক্যের অনুরূপ হইত কিন্তু সকাটি অন্যের দ্বারা [illegible] না লইয়া নিজ বিদ্যামত লিখিত হইত।

গ্রন্থ খানিকে নাটক করিতে প্রণেতার বড়ই ইচ্ছা ছিল কিন্তু উহা নাটক না মিষ্ট কিছুই না হইয়া কিবল ধামামোতে পরিপুর্ণ করা হইয়াছে। স্থানে২ ইতর ভাষা কটূক্তি এবং অসৎ অভাস্ত পদগুলি সন্নিবেশ করিলেই যদি নাটক করা হয় তাহা হইলে নাটকের আর অসদ্ভাব থাকেনা॥ কতিপয় স্থানে

পদ	পৃষ্ঠা
বিশ কর্ম্মার বেটা বেয়াল্লিশ কর্ম্মা	২৪
যেমন কুকুর তেমনি মুগুর	২৫
হেগো রুগী মুখে টনক	২৫
শুনলে শাড়া জাগালে পাড়া	২৬
গুরু মন্ত্র ফুকতে পাল্লে	২৬
তাতি কূল বৈষ্ণব কুল	২৬
নাচ্‌তে গেলে ঘোমটা	৩০
মুখে থাক্‌তে ভুতে কিলোয়	৩১
আটে পিটে দড়ো ত ঘোড়ার উপর চড়	৩৩
বাঁদরের হাতে খোন্তা	৩৩
যেমন হাড়ি তেমনী সরা	৩৩
ছুতুর হাড়িতে ঘা পড়লে	

ইত্যাদি আর কত উদ্ধৃত করিব। মহাশয়॥ এই সমস্ত আপামর সাধারণ। বাক্ত পদ গুলি কি পদে২ সন্নিবেশ করিলে নাটক করা হয়, প্রণেতা উক্ত রূপ পদের অধিক সচ্ছলতা দেখাইয়াছেন এবং উহাতেই বুঝি ভাবিতেছেন যে তিনি বড় রসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ গুলি বুঝি তাঁর বীররস, প্রণয় রস, এবং করুন রস, নচেৎ ত আর কিছুরই সচ্ছলতা দেখি না॥

এতদ্ভিন্ন স্থানান্তরে দুএকটী উপমা দেখাইয়াছেন যথা—

“ ক্রোধফনা সম্বরণ করে কুণ্ডলাকার হও ”
“ আমি কেমন করে ডুবি তাই দেখবে না
“ তোমায় স্নেহময় হস্ত প্রলম্বিত করে
“ টেনে তুলিবে ”—

মহাশয় উপমা গুলির ভাব এবং প্রয়োগ শুদ্ধি দেখুন, এবং বলুন দেখি এতৎপাঠে চিত্ত কিরূপ ভাবাপন্ন হয়? ১৫৪ পৃষ্ঠায়, সরলা সুশীলা, অবলা ইন্দ্রানীর কথা শুনুন, তিনি পরিন্দ্রকে কহিতেছেন “তোমাকে ওরূপ দেখিলে আমার আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যায়” আমরি! সরলা বলার মুখে, ঐরূপ বুড়োমি পাকামি এবং জ্যাটামির কথারই ত সম্ভব? প্রণেতাকে এই সমস্ত পদ সংগ্রহ করিতে বোধ হয় বিস্তর আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে কিছু দিন অপেক্ষা করুন, লণ্ডন সোসাইটী হইতে ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণ মুণ্ড পারিতোষিক আসিবে।—উক্ত পৃষ্ঠায় বারিন্দ্র ইন্দ্রানীকে কহিতেছেন “তুমি অতি অরসিক, প্রেম রসের বার্ত্তা তুমি কিছুই জান না,, এবং ইন্দ্রানী এক স্থানে কহিতেছেন “পোড়া প্রণয়ের জন্য কি নাকের জলে চোকের জলে এক হচ্ছে করে ত আর চতুর্ভুজ হবো না।,,

সম্পাদক মহাশয়। এসমস্ত পাঠ করিলে ইন্দ্রাণীর আব্রহ্ম না জ্বলিয়া কোন পাঠকের আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত জ্বলিয়া না উঠে?—আর কি বলিব মহাশয়। আমার জ্ঞান চৈতন্য এত দূর জঘন্য, কদর্য্য এবং যাচ্ছেতাই লেখ, কখন দেখি নাই। এখানি প্রকাশ হওয়ায় সাধারণের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত দূর কটূ ও ইতর ভাষা পূর্ণ পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করিলে সমাজের উন্নতি এবং মঙ্গল কোথায়?

পুস্তকের স্থানান্তরে লিখিত হয়—বারিন্দ্র, পরিন্দ্রকে (ছোট ভাইকে) কহিতেছেন, ইন্দ্রাণী আজ কাল বড় মাগ্‌গি হয়েছেন তাঁর দর বেড়ে গেছে। মহাশয়, আজ কালকার উন্নত অবস্থায় কি এই জঘন্য অশ্[illegible]ি দ্বারা পুস্তক প্রকাশ করা কি কম সা[illegible]ম-রাভ হোঁতকারাম, ১৭৬ পৃষ্ঠায় [illegible]তে আমি ভুলিনে, মহাশয়॥ বিস্তর২ জঘন্য নাটক এপর্য্যন্ত মহা নগরীতে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এমন এক খানিও দেখি নাই যাহাতে এতাদৃশ নিকৃষ্ট ভাব শুদ্ধ অযোগ্য এবং জঘন্য পদাবলি প্রয়োগ করা হইয়াছে। ভাল মহাশয়॥ গ্রন্থ কর্ত্তার এরূপ অদৃষ্ট পূর্ব্ব এবং অসম্ভাবিত পুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্য কি?

উপসংহার কালে আমার এই বক্তব্য যে স্বদেশানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী মহোদয় গণ যেন শিবজীর অভিনয়ের ন্যায়, বাঙ্গালার অনিষ্টকর পুস্তক প্রণয়নাদি নিরাকরণে বিশেষ মনোযোগী থাকেন এবং সম্পাদক মহাশয় বর্ত্তমান সুরসিক গ্রন্থকারকে কিঞ্চিৎ সরস উপদেশ দেন, ! কারণ ইনি নিতান্ত রস প্রিয়, এই আমার মিনতি, জানিবেন॥

অনুগ্রহাকাংক্ষী
জামাল পুর } শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
জামালপুর।

মহাশয়,

প্রায় ১ মাস গত হইল যশোহর হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দুরে মনোহর পুর গ্রামের সন্নিকটে এক খণ্ড কাগজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাগজের উপরিভাগে নিম্ন লিখিত বৃত্তান্তটি লিখিত ছিল যথাঃ—“পাবে পৃথিবী পূর্ণ হওয়ায় মনুষ্যের সাধারণ বিনাশ-কাল উপস্থিত হইয়াছে তজ্জন্য ৩০এ শ্রাবণ তারিখ উড়িষ্যায় শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সদর কবাট ভগ্ন হইয়া অনেক লোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। তত্রস্থ পাণ্ডাদিগের আদেশ হইয়াছে তাহারা যেন গ্রামে২ যাইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের নামে জয়ধ্বনি করিতে লোকদিগকে আদেশ করেন অথবা এই বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্রেই লোকেরা যেন উক্ত নাম পুনঃ২ উচ্চারণ করিতে বিস্মৃত না হয়েন,,। এদিকে চতুর্দিকস্থ গ্রামীয় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কাগজের মর্ম্মানুসারে কার্য্য করিতে লাগিল। স্থানে২ হুল স্থুল পড়িয়া গেল। খোল করতাল বাদ্য সহকারে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের নামে উচ্চশব্দে কর্ণে তালি লাগিতে লাগিল। তদপরে কিছু দিনের মধ্যেই এই ঘটনাটি সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। যেহেতু ইহা আর কিছুই নহে কেবল মাত্র মনোহর পুর গ্রামস্থ কতিপয় দুশ্চরিত্র যুবকের কার্য্য। সম্পাদক মহাশয়। দেখুন দেখি, সামান্য অনভিজ্ঞ হিন্দু সম্প্রদায়ী লোক দিগের মধ্যে এতাদৃশ অলীক বিশ্বাস অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে।

নি[illegible]
এতাব[illegible]
শব [illegible]
এত দূ আ[illegible]
শব সকল উত্তম [illegible]
বা তাড়াতাড়ি করিয়া [illegible]
করা হইয়া থাকে॥ প্র[illegible]
কুক্কুরের কলরবে চতুর্দ্দি[illegible]
সমব্যস্ত থাকিতে হয় [illegible]
বাড়ী২ প্রায়ই মাং[illegible]
এতাদৃশাবস্থায় [illegible]
কষ্ট উপস্থিত হয় তাহা সকলেই সহজে অনুভব করিতে পারেন। আমরা এ বিষয় অত্রত্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয়ের নিকট, উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু আমাদিগের দুরবস্থা বশতঃ তিনি ইহাতে একেবারে কর্ণপাত করিলেন না। উপসংহার স্থলে উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষীয় গণের নিকট প্রার্থনা করি যেন তাহারা একটু মনোযোগ পুর্ব্বক শব ভূমি অন্য স্থলে উঠাইয়া লইয়া যাউন, নতুবা বর্ত্তমান স্থান প্রাচী[illegible] বেষ্টিত করিয়া দিউন।

মহাশয়! শিক্ষক গণের অনভিজ্ঞতা এবং কর্ত্তৃপক্ষীয় গণের অনবধানতা বশতঃ বিদ্যালয়ের উন্নতির দ্বার যে একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া যায়, অত্রত্য মিসন সার্কেল তাহার এক দৃষ্টান্ত স্থল॥ বলিতে কি প্রায় ৩।৪ বৎসর এই সারকেল স্থাপন হওয়াবধি আমরা এক দিন কালও ইহার উন্নতির মুখাবলোকন করিতে পারিলাম না॥ এই সারকেলের মধ্যে প্রায় ১০।১২টী বিদ্যালয় আছে, প্রত্যেক বিদ্যালয় গৃহের অবস্থা অতি শোচনীয় তাহাতে আবার শিক্ষক গণের বিদ্যা বুদ্ধি ও তদপেক্ষা অধিকতর॥ শিক্ষকেরা যদিও অনেকে ভদ্র সন্তান তথাপি “আকুড়ে ক ইত্যাদি” তাহাদিগের মুখ হইতে অদ্যাপিও দূরীভূত হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ তাহারা পাটী গণিত ক্ষেত্রতত্ব এবং সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। শুনিতে পাই নাকি, সারকেল হইতে এবার কএকটি ছাত্র ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে যাইবে, কিন্তু কি শিক্ষা করিয়া যাইতেছে তাহা এস্থলে অধিক বক্তব্য নহে। সারক্লেলটি গবর্নমেন্ট সাহায্যকৃত বটে কিন্তু আমরা এবৎসরের মধ্যে এক দিনও এস্থলে ইনস্‌পেকটরের আগমন দর্শন করিতে পারিলাম না। মিশন-কর্ত্তৃপক্ষীয় শ্রীযুত বেরারেণ্ড জে এলিস মহোদয় বর্ত্তমানে ছাত্রগণকে মাসত্রয়ের মধ্যে এক২ বার পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাতে যে সকল পুরস্কার প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা শুনিলে বোধ করি কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। “সত্যপ্রদীপ, “ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা,, প্রভৃতি পুস্তক পুরস্কারার্থে প্রায় শত সহস্র উঠিয়া গিয়া থাকে। [illegible]
এস্থলে এসম্বন্ধে অধিক ব[illegible]
বক্তব্য যেন গবর্ণমেণ্ট [illegible]
দিকে একটু [illegible]
তুবা সারকেলের [illegible]
সন্দেহ নাই।

যশোহর

...কৈলাস চন্দ্র দাস

...রিবার জ
...হইল
...র সা
...। উ
...লো-
...দার
...ছে
...অ-
...কস
...চ যাহা
...ত্তুমাত্র দে-
...বধি যে এক
...বোধ হয় না। যা
...ং যাহার কিয়দংশ ব্যয়
...করিয়া দেওয়া যায় ও সর্ব্ব
...বিধা হয়, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট
...না জানিনা॥ এক্ষণ গব-
...যাহাতে রাস্তাটি পা...
...া কর্দ্দমাবৃত হইয়া

লোকের কষ্ট দায়ক না হয় ও ভবিষ্যতে ঐরাস্তার ট্যাকস বৃদ্ধি হইয়া গবর্ণমেনটের ধনাগার পূর্ণ হয়, তাহার চেষ্টা দ্বারা অমাদের কষ্ট দুর করুন।

আগুলী। শ্রীতারিণী চরণ রায়

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

শ্রীচ—আপনার পত্র খানি অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে সুতরাং উহা আর প্রকাশ করার আবশ্যকতা আমরা দেখি না!

এক জন সত্যবাদী— আপনি "সত্যবাদী, কি "মিথ্যাবাদী,, তাহা জানিবার যো আমাদের নাই॥ কারণ স্বরূপ বলিতেছি অস্পষ্ট লেখার দরুন আপনার পত্রের পাঁচটি কথা একত্র করিয়া পড়িতে পারি নাই॥ বোধ করি পত্র প্রেরক স্বয়ংও সে লেখা দেখিলে বলিতেন "এ কোন্ শুশুরা লেখা।,, অনেক পত্র প্রেরক এই রূপ কোন্ শুশুরা গোছের লেখা আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেন॥ তাহাদের বিবেচনা করা উচিত যে যদিও সম্পাদকেরা "সব জান্তা আদমী,, কিন্তু তাহারা নিশ্চিত জানিবেন যে "হাইরোগ্লিফিক,, পড়ার বিদ্যা তাহাদের মধ্যে অতি কম জনের আছে।

—ত্রৈলোক্য নাথ রায় (গুয়াতলী স্কুলের প্রধান শিক্ষক)—১৫ ই কার্ত্তিকের অমৃত বাজারে "গুয়াতলীর হিতৈষী" স্বাক্ষরকারী তাহার বিরুদ্ধে যাহা লিখিয়া ছিলেন, তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন॥ এই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির প্রায় কুড়ি জন মেম্বরও তাহাকে সাফাই করিয়া লিখিয়াছেন॥ তাহারা বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান শিক্ষক অতি যোগ্য ব্যক্তি ও তাহার শিক্ষকতায় তাহারা সন্তুষ্ট আছেন॥ গ্রামের এক জন দুষ্ট লোক স্কুলটি ভাঙ্গিবার নিমিত্ত তাহার দোষ রটাইয়া বেড়াইতেছে॥ এ সংক্রান্ত পত্র আমারা আর গ্রহণ করিব না॥

—এক জন জিজ্ঞাসু—আপনি যে বিষয় প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা অতি গুরুতর॥ এ বিষয়ে আম-
...ক্ষেপ করির মানস রহিল॥ তবে
...আপনাকে নিশ্চিত করিয়া বলিতে
...দোগী হইলে অনেকে আ-
...ন এবং আমাদের ক্ষুদ্র
...ত দূর সাহায্য করিতে
...না॥

...লয়ের হেড মষ্টার...রের পদ শীঘ্র শূন্য হইবে, বেতন ৩২ টাকা। যাঁহারা এল এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং এমত কেহ হয়েন যিনি বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় প্রদর্শন করিতে পারেন, তাঁহারা স্ব স্ব সার্টিফিকেট আবেদন পত্র সহ ১৮৭১ জানুয়ারির পুর্ব্বে নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট প্রেরণ করিবেন। অলমিতি বিস্তরেণ।

যশোহর সেনহাটী ইং বং বিদ্যালয় } বশম্বদ অভয়াচরণ মৌস্তফী।

আমার নিকট অবধৌতিক কএক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত আছে যাহার আবশ্যক হইবে তিনি নীচের তালিকা অনুযায়ী ঔষধের মুল্য ও ডাক মাসুল পাঠাইলে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন॥ ঔষধ কএকটী আমার পরীক্ষিত, রোগ না আরোগ্য হইলে মূল্য ফেরত দিব।

সামান্য পেটের পীড়া হইতে পুরাতন গৃহিণী রোগের ঔষধ ১ ফাইল	৪ টাকা
বাত রোগের তৈল ১ বোতল	৬ টাকা
...শি	১৷৷০ টাকা
...ছোট শিশি	২ টাকা
সর্প দংশনের ঔষধ এক শিশি	১ টাকা
প্রমেহর পীড়ার তৈল ১ বোতল	৬ টাকা

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
জলপাইগোড়ী॥

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক। জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় আলোচত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য॥

শ্রী যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

লেখ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারনের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে রেজেষ্টারি ফীসের তালিকা এবং ১৮৬৯ শালের সাধারণ ষ্ট্যাম্প বিধির তফশীল ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা মাত্র। কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয় এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সর্পা ঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্যদিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা॥ উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে॥ বিক্রয়ার্থ এখানে আছে॥ স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা॥ ডাক মাশুল এক আনা॥ গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন॥

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার নেটিব ডাক্তার॥

ডি, এন মিত্র এবং কোম্পানি॥ ফটোগ্রাফা ও এনগ্রেবার ১নং বাটি, পটলডাঙ্গা, কলকাতা॥ অতি অল্পমুল্যে এবং পারিপাটী রূপে ফটগ্রাফ ও এনগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন

সংগীত শাস্ত্র॥ প্রথম ভাগ॥

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যাস হইতে পারিবেক॥ উক্ত পুস্তক কলিকাতার সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি এণ্ডব্রাদারের লাইব্রেরিতে, ও এখানে প্রাপ্তব্য॥ মূল্য ৷৷০ আনা, ডাকমাশুল একআনা কেহ নগদ ১৫ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ২০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন॥

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

এই পত্রিকার মুল্যের বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রী...বাবু মতি লাল ঘোষের নিকট পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ারস্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকীল
বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মুল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইন্‌সাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক ৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা	
ষাণ্মাসিক ৩	১৷৷০	
ত্রৈমাসিক ২	৸০	
প্রত্যেক সংখ্যা ।০	/	

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক ৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা	
ষাণ্মাসিক ৪৸০	।০	
ত্রৈমাসিক ২		৸০

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵
চতুর্থ ও ততোধিকবার	/

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বার প্রাকাশিত।